গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা

নথি নং-৪র্থ/এ(৬)/কর্মকৌশল/পরিঃ/২০১৫/ ২৬৬৪ তারিখঃ ২৫/০৮/২০১৫খ্রিঃ

প্রেরক ঃ কমিশনার

প্রাপক ঃ সদস্য (মূসক- বাস্তবায়ন ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

বিষয় ঃ কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা এর **Strategic Plan** প্রেরন প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ পরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৭/০৮/২০১৫ তারিখের ই-মেইল।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয় ও সত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

০২। সূত্রোক্ত ই-মেইল এর নির্দেশনা মোতাবেক অত্র দপ্তরের Strategic Plan তৈরী করা হয়েছে। উক্ত Strategic Plan এতদসাথে সংযুক্ত করে আপনার বরাবর প্রেরণ করা হলো।

আপনার একান্ত

(কে এম অহিদুল আলম)
কমিশনার
তারিখঃ ২৫/০৮/২০১৫খ্রিঃ

সংযুক্তিঃ

নথি নং-৪র্থ/এ(৬)/কর্মকৌশল/পরিঃ/২০১৫/ ২৬৬৪(১-২)

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। সদস্য (মূসক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। পরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(কে এম অহিদুল আলম)
কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা

Strategic Plan

০১। রূপকল্প (Vision)ঃ-

* ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর।

০২। অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ-

* মূসক প্রদানেযোগ্য সকল প্রতিষ্ঠানকে করের আওতায় নিয়ে আসা।

০৩। কৌশলগত উদ্দেশাবলী (Strategic Objective)ঃ

- ব্যবসা বান্ধব কর প্রশাসন গড়ে তোলা
- সেবার মান উন্নয়ন
- দক্ষমানব সম্পদ উন্নয়ন
- জনসম্পৃক্ততা গড়ে তোলা
- অংশীদারীত্বের মাধ্যমে রাজস্ব আহরনে গতিশীলতা আনয়ন।

০৪। কার্যাবলীসমূহ (Functions):-

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কোন দায়িত্ব কে পালন করবেন	কোন সময়ের মধ্যে দায়িত্ব সম্পাদন করবেন	কর্মসম্পাদিত হওয়ার সূচক সমূহ কি হবে
১। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১। আইন ও বিধির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক পরিমানের মূসক আদায়।	সদর দপ্তর ও বিভাগ	মাস ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট (২০১৫-১৬) অর্থ বছরে।	মূসক দাখিল পত্র
	২। অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন প্রদান করে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু।	বিভাগ ও সার্কেল	ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ	মূসক নিবন্ধন প্রদান
	৩। সন্তোষজনকভাবে রাজস্ব আদায় হচ্ছে না এসব প্রতিষ্ঠান সরজমিনে পরিদর্শন করে তাদের বাণিজ্যিক কাগজপত্র তদারকি ও পর্যবেক্ষণ।	সদর দপ্তর ও বিভগ	মাস ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট (২০১৫-১৬) অর্থ বছরে।	নিবারনমূলক তৎপরতা
	৪। বকেয়া মূসক আদায়ের লক্ষ্যে বকেয়া আদায় না হওয়ার কারণ উদঘাটন ও তা নিরসণের কার্যক্রম গ্রহণ।	দপ্তর ও এর অন্তর্ভূক্ত সার্কেল ও বিভাগ	মাস ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট (২০১৫-১৬) অর্থ বছরে।	মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম তদারকি
	৫। উৎসে কর্তনযোগ্য মূসক আদায়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমুহের সাথে নিবিড় যোগাযোগে স্থাপন।	বিভাগ ও সার্কেল	মাস ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট (২০১৫-১৬) অর্থ বছরে।	উৎসে কর্তন
	৬। এডিআর এর মাধ্যমে করসংক্রান্ত বিরোধসমুহের নিস্পত্তির লক্ষ্যে করদাতাদের উদ্বুদ্ধ করন।	সদর দপ্তর	তিন (০৩) মাস	১২ টি মামলা

২। রাজস্ব আহরনে সর্বস্তরের জনসাধারন কে অর্ন্তভুক্ত করন	১। সর্বোস্তরের জনসাধারনকে অর্ন্তভুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রচারণামূলক সভা, সমাবেশের মাধ্যমে মূসক প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা।	বিভাগ ও সার্কেল	মাস ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট (২০১৫-১৬) অর্থ বছরে।	বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান
	২। সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।	সকল বিভাগ	জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ	পুরস্কার প্রদান
৩। কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।	সদর দপ্তর ও রাজস্ব বোর্ড	সংশ্লিষ্ট (২০১৫-১৬) অর্থ বছরে।	
৪। রিটার্ণ পরীক্ষাকরণ	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্ণসমূহ শতভাগ পরীক্ষাপূর্বক ত্রুটিপূর্ণ রিটার্ণ দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রমা গ্রহণ।	সকল সার্কেল	প্রতি মাসের ১৫ তারিখের পর	মূসক আদায়
৫। আদায়কৃত রাজস্বের সাথে ট্রেজারী হিসাবের সমন্বয় সাধন।	সংশ্লিষ্ট অফিস ও ট্রেজারিতে জমাকৃত রাজস্বের সাথে আদায়কৃত রাজস্বের সমন্বয় সাধন।	সংশ্লিষ্ট সার্কেল কর্মকর্তা	প্রতি মাসের ২০ তারিখের পর	চালান যাচাই
৬। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শন	মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের রাজস্ব আদায় কার্যক্রম ও অফিস ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ।	সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সংশ্লিষ্ট (২০১৫-১৬) অর্থ বছরে	মূসক আদায় পরিস্থিতি
৭। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নীতিমালা প্রণয়ন	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপর অর্পিত দায়িত্বের তদারকি এবং কমিশনারেটের মধ্যে বদলী ও পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।	কমিশনার	সংশ্লিষ্ট (২০১৫-১৬) অর্থ বছরে	স্বচ্ছতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রণোদনার ব্যবস্থা।

০৫। <u>উক্ত কার্যাবলী ছাড়াও এ দপ্তর কর্তৃক গৃহীত নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম আশানুরূপ রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেঃ</u>

বর্তমানে খুলনা কমিশনারেটে উৎসে মূসক কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯,৬৯১ (উনিশ হাজার ছয়শত একানব্বই)। উৎসে কর্তন এ দপ্তরের সর্বোচ্চ রাজস্ব আহরনকারী খাত। উৎসে কর্তন আদায়ের ক্ষেত্রে এ কমিশনারেট কর্তৃক ব্যপক কর্মতৎপরতা গ্রহণের ফলে গত অর্থ বছরে রাজস্ব লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও এ কমিশনারেটের আওতাধীন ঔষধ ও সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে উল্লেখযোগ্যহারে মূসক আদায় হয়। এ লক্ষ্যে অত্র কমিশনারেট ঔষধ ও সিমেন্ট উৎপাদন কার্যক্রমে নিয়মিত অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

০৬। <u>উপর্যুক্ত কার্য সম্পাদনে এ দপ্তরের নিম্নবর্ণিত গৃহীত কার্যসমুহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ-</u>

ক) সক্ষমতা আনয়ন ঃ সঠিক নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে দেশপ্রেম, দৃঢ় মনোবল ও কাজের স্পৃহা বৃদ্ধিকরণ ।

খ) সীমাবদ্ধতা ঃ অবকাঠামো, জনবল ও যানবাহনের স্বল্পতা থাকা সত্বেও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়ন।

ঘ) ঝুঁকিসব্যবস্থাপনা ঃ মূসক সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাবর ও ব্যবসায়ী সংগঠনের অসহযোগিতা। প্রত্যন্ত রাজস্ব এলাকা, সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নতুন মূসক দাতার সম্পর্কে খোঁজ দিতে ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতা। এসকল ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য দক্ষ ও উদ্যোমি জনবল গঠনে এ দপ্তর কাজ করছে।